

অধ্যাপক তারকনাথ সেন : এক ছাত্রীর চোখে

সুদেষণা চক্রবর্তী

কয়েকজন অবিস্মরণীয় মানুষ আছেন, যাঁদের কথা ভোলা যায় না। ভোলা সম্ভব নয়। তারকনাথ সেনকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা কখনো ভুলবেন না। যারা তাঁর ছাত্রছাত্রী ছিল, তারা তো নয়ই। তারকনাথ সেনের ছাত্র হওয়া এক বিরল সৌভাগ্য আর অভিজ্ঞতা। তাঁর মৃত্যুর পর চার দশকের বেশি কেটে গেছে। এখনো মনের পটে তাঁর চিত্র অম্লান, উজ্জ্বল।

১৯৬৫-এর মাঝামাঝি প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট পার হলাম। তখন ক্লাস ইন্ডোরে স্কুলের শেষ পরীক্ষা হতো। তারপর তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স। কলেজের নতুন ছাত্রছাত্রীর গড় বয়স ছিল আজকের দিনের তুলনায় কিছু কম। তাছাড়া আজকের কিশোর কিশোরীরা যেমন টি.ভি., মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, সে যুগে ঠিক তেমনটি ছিল না। নতুনকে দেখে আমরা অবাক হওয়ার ক্ষমতা হারাই নি। প্রেসিডেন্সি আমার বাবার কলেজ। তার কথা কত শুনেছি বাবার কাছ থেকে, বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে। আমার কনভেন্ট স্কুলের 'নান'দের সতর্ক দৃষ্টি, বিধি নিষেধের বেড়া ভাঙার পর প্রেসিডেন্সির খোলামেলা আবহাওয়া, ঢের বেশি স্বাধীনতা, সর্বোপরি সহ-শিক্ষার প্রথা, ছেলেদের পাশাপাশি বেঞ্চে বসা (এক বেঞ্চার রেওয়াজ তখনো হয়নি) আমাদের চোখ ঝলসে দেওয়ার মতো ব্যাপার ছিল। আর বিশ্বয়ের মধ্যে বৃহত্তম বিশ্বয় ছিলেন বোধহয় টি.এন.এস.। তারকনাথ সেন। আমাদের ইংরেজি অনার্স তো বটেই, গভী পেরিয়ে অন্যান্য বিভাগেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ছিলেন প্রায় কিংবদন্তী তুল্য।

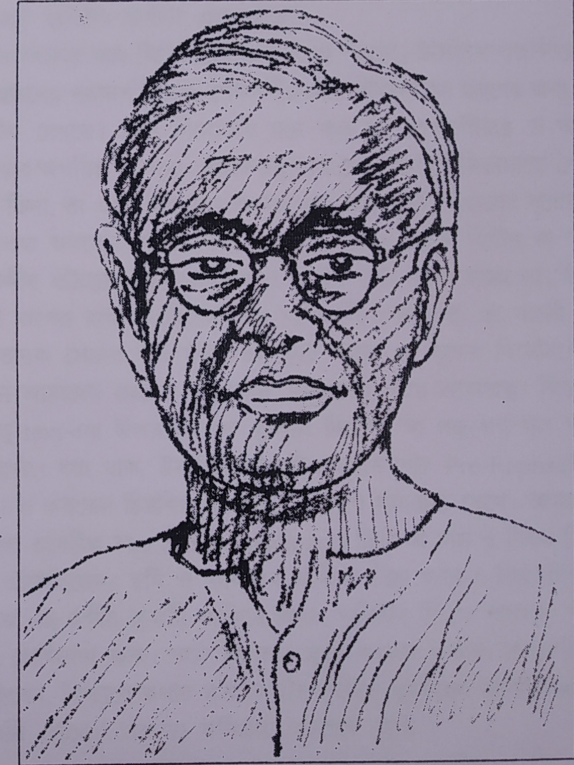
গুরু পরম্পরা বলে একটা কথা আছে। তারক সেনের পরম্পরা অবহেলার বস্তু নয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পার্সিভাল ছিলেন প্রেসিডেন্সির এক অধ্যাপক। সারা ভারতে অন্যতম ইংরিজির অধ্যাপকদের একজন। তাঁর ছাত্র ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। তাঁর ছাত্র তারকনাথ সেন। এই গৌরবময় ঐতিহ্য তিনি সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখেছিলেন এবং পথ দেখিয়েছিলেন পরবর্তী প্রজন্মকে।

তারকনাথ সেনের জন্ম হয়েছিল ১৯০৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে। তাঁর পিতা ছিলেন অবিভক্ত ভারতে সরকারি অফিসার। তারকনাথের ছেলেবেলা কেটেছে সিমলা ও কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেয়েছেন উচ্চশিক্ষা। প্রত্যেক পরীক্ষায় সেরা ফল করে তিনি বাইশ বছর বয়সে এম.এ. পাশ করেন। তাঁর কর্মজীবন কাটে হুগলী মহসিন কলেজ, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, রাজশাহী কলেজ, ইসলামিয়া (পরে মৌলানা আজাদ) কলেজ ও প্রেসিডেন্সিতে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন ১৯৩৪-৩৭ পর্যন্ত ও তারপর ১৯৪২ থেকে টানা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস নিয়েছেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি একটানা প্রেসিডেন্সিতেই অধ্যাপনা করেছেন। বস্তুত সেসময় রেওয়াজও ছিল এইরকম। অধ্যাপকরা অপেক্ষাকৃত ছোট বা মফস্বল কলেজে তরুণ বয়সে 'অ্যাপ্রেন্টিস' খাটার পর যোগ্যতা অনুযায়ী বদলি হয়ে আসতেন প্রেসিডেন্সি

বা এমনি কোনো বড় ও নামকরা কলেজে। বলা বাহুল্য, একথা বলে আমরা কারোকে ছোট করতে চাইছি না। একটি বাস্তব অবস্থার বিবরণ দিচ্ছি মাত্র।

তারক সেনের নাম শুনেছিলাম প্রেসিডেন্সিতে ঢুকেই বা তারও আগে। কিন্তু কলেজে এসেই যে তাঁর দেখা পেয়েছিলাম, এমন নয়। সে সময় তিনি প্রথম বর্ষে ক্লাস নিতেন না, দূর থেকে তাঁকে দেখব, সে উপায়ও ছিল না, কারণ কলেজের ধরা বাঁধা সময়ে তিনি আসতেন না। আর যখন আসতেন, একতলা ছেড়ে উঠতেন না। মেন বিল্ডিং-এর বড় হলঘরে অথবা তার সাথে সংলগ্ন এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিউবিকলে ক্লাস নেওয়া হতো। অবশ্য এটা সম্ভব হতো বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যালঘুতার দরুণ। পনেরো ছিল ইংরিজির ছাত্রদের উচ্চতম বা সর্বোচ্চ বেঁধে দেওয়া সংখ্যা। পনেরোজন ছাত্রছাত্রী আর এগারো জন শিক্ষক। আজকালকার হিসেব অনুসারে রীতিমতো ঈর্ষণীয়। প্রতি ছাত্রকে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হতো। তিনি প্রায় প্রাইভেট টিউটরের মতো তাকে আলাদা করে পড়াতেন, অবশ্য বিনা অর্থে। তবে তারক সেনের মতে এই ছাত্রসংখ্যাও ছিল বেশি। সবার দিকে ঠিকমতো নজর দেওয়া যায় না। সবাই প্রেসিডেন্সির উপযুক্ত নয়। তারক সেনের আমলের শেষ দিকে ছাত্র সংখ্যা যে হারে



তারকনাথ সেন

শিল্পী : চারু খান

কমানো হচ্ছিল, প্রবেশ পরীক্ষা ক্রমশ কঠিন করা হচ্ছিল, তাতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থাকলে—আর আমরা সবাই অবশ্যই তাঁর দীর্ঘ-জীবন কামনা করতাম—প্রেসিডেন্সির ইংরেজি বিভাগ হয়ে উঠবে জনশূন্য ও পুরোপুরি বিসৃদ্ধ।

সময়ও বিচিত্র। প্রেসিডেন্সিতে বৈকালিক ক্লাসের বালাই ছিল না। আমরা প্রায় সবাই বিদায় নিতাম সাড়ে তিনটে নাগাদ। কেবল বেকার ল্যাভে মাঝে মাঝে আরো ঘন্টাখানেক প্র্যাকটিকাল ক্লাস। খেলা বা সাংস্কৃতিক কাজকর্ম বড় একটা হতো না। কেউ যদি আড্ডা দিতে চায়, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু আমরা, ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের, কখনো হয়তো স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীরা (তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসের ছাত্ররা প্রেসিডেন্সিতে বাড়তি ক্লাস করতে পারতো) পড়তাম ‘অন্ত রবির রশ্মি আভা’য়। অন্য ক্লাসের পর লনে বসে অপেক্ষা করতাম বা লাইব্রেরিতে। তারক সেন ক্লাস নিতেন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা অবধি। কখনো কখনো তাঁর শিক্ষাদানের স্পৃহা আর আমাদের জ্ঞানপিপাসা সময়টাকে ইলাস্টিকের দড়ির মতো টেনে আটটা, সাড়ে আটটা, এমন কি রাত নটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত। আলো-আঁধারের খেয়াল থাকতো না। মনে হতো, তারকবাবুর ক্লাসের জন্য সারা রাত যথেষ্ট নয়।

কি পড়াতেন আমাদের তারক সেন? মূলত দুটি বিষয়, ‘ম্যাকবেথ’ আর যাকে বলা হয় রেটরিক ও প্রসডি। ভাষাতত্ত্বের অংশ। নদী যেমন বার বার তীর ভাসিয়ে দিয়ে পলিমাটির স্তর রেখে যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতির আগমন বা অভিবাসন এক একটি দেশের ভাষার উপর ছাপ রেখে যায়। ভারতের নানা ভাষার উপর লক্ষণীয় শব্দ, হ্রস্ব, পাঠান মোগল, আর্য অনার্যের পদচিহ্ন রেখা। তেমনি ইংরেজি ভাষারও অনেকগুলি স্তর আছে। রোমান, রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর অ্যাংলো স্যাকসন, ডেন, নর্মাণ, ফরাসি সবার রক্তাক্ত পদক্ষেপ পড়েছে। ইংরেজি ভাষার মধ্যে বিভিন্ন শিকড় সন্ধান, এই বিষয়ের মূল কথা। কবি টেনিসন বলেছেন, ইংরেজ জাতির সম্বন্ধে : Saxon, Norman and Dane are we। ভাষা সম্বন্ধেও সে কথা যে প্রযোজ্য।

তারক সেন তাই আমাদের বোঝাতেন অসম্ভব দক্ষতা ও দরদের সাথে। আর কবিতা scanning। ট্র্যাকেক, ইয়াক্সিক ইত্যাদি ‘মিটার’। দ্রুতগামী অথবা দীর্ঘ, লীলায়িত ছন্দ। এসব বোঝানোতেও তারকবাবুর জুড়ি ছিল না।

আর ‘ম্যাকবেথ’। শেকসপীয়ার শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দেশখ্যাত পার্সিভালের যোগ্য উত্তরসূরী। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনা লোকচারের কয়েকটি প্রসঙ্গ মাত্র এখানে উল্লেখ করতে পারি। এক তো তাঁর প্রসিদ্ধ short lines সংক্রান্ত বক্তব্য। শেকসপীয়ারের অনেক জায়গাতেই মেলে ভাঙা লাইন। কেন? অসতর্কতা? ছাপার ভুল? না। তারক সেন দেখিয়েছেন, ছোট লাইন, অসমাপ্ত লাইন মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয়। যত দূর মনে পড়ে, এ সম্বন্ধে তাঁর একটি লেখাও আছে।

‘ম্যাকবেথ’-এর তিন ডাইনির চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি ছিলেন মৌলিক। অবহিত করেছিলেন তাদের দ্বৈত চরিত্র সম্বন্ধে। কি এই ডাইনিরা? একদিকে সাধারণ এলিজাবেথান-জ্যাকোবিয়ান যুগের বিশ্বাস অনুসারে সাধারণ গ্রামীণ ডাইনি। যারা প্রতিবেশিদের উপর

ছোটখাটো প্রতিশোধ নেয়। ছোটখাটো অঘটন ঘটায়। সে যুগে অনেকেই, হয়তো অধিকাংশ মানুষ, এ জাতীয় ডাকিনীতন্ত্রে বিশ্বাস করতো। তখন ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের দ্বৈত সিংহাসনে আসীন রাজা জেমস তো বিশ্বাসীদের অগ্রগামী ছিলেন। ডাইনিদের নিয়ে তিনি রীতিমতো রিসার্চ করেছিলেন। স্কটল্যান্ড থেকে তিনি বাড়তি ডাইনি সংক্রান্ত আগ্রহ ইংল্যান্ডে আমদানি করেছিলেন কিনা আর তার সঙ্গে শেকসপীয়ারের ‘ম্যাকবেথ’-এর সম্পর্ক আছে কিনা, এ বিষয়টি বিতর্ক ও গবেষণার। শেকসপীয়ারের ডাইনিরা সেভাবেই শূন্যের নিধন করে। এক নাবিক পত্নীর কাছে বাদাম চায়। না পেয়ে স্থির করে তার সমুদ্রগামী স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু খুব বড় প্রতিশোধ, যেমন জাহাজ ডুবি নয়। এত সাধ্য এই ‘প্রাকৃত’ ডাইনিদের নেই। এই সব, তারক সেন দেখিয়েছেন। ডাকিনীদের ইংরেজ স্তর। কিন্তু তার পাশাপাশি আছে উচ্চতর কেল্টিক স্তর। যেখানে ডাইনিরা কেবল শূন্যের মারা, বদামের জন্য লালায়িত, দাড়ি সমৃদ্ধ বিচিত্র জীব নয়। আবার নাড়ির টান স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মিথলজির নর্নদের সঙ্গে। গ্রীক মিথলজির তিন ভাগাদেবীর সঙ্গে। যাদের মধ্যে একজন মানুষের জীবনের সুতো তৈরি করেন চরকায়, অন্যজন সেই সুতো দিয়ে তাঁদের কাপড় বোনের আর তৃতীয়-জন সবটাই কেটে ফেলেন কাঁচির এক ঘায়ে।

শেকসপীয়ার শিক্ষার সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক বহু পুরনো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধ্যাপক রিচার্ডসন তাঁর ছাত্রদের পরামর্শ দিতেন, শেকসপীয়ারের নাটকের রস গ্রহণের জন্য কলকাতার মধ্যে কবির নাটক দেখতে। এখন সিনেমাকে মনে কর হয় শেকসপীয়ার বা অন্য কোনো নাট্যকারকে বোঝার অপরিহার্য উপায়। তারকবাবু আমাদের থিয়েটার সিনেমাতে শেকসপীয়ার দেখতে বলতেন কিনা, তা এখন ঠিক মনে আসছে না। তবে শেকসপীয়ারের যুগের মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে আলোকপাত করতেন। তাঁর বক্তব্য King Lear-এ প্রাচীন ব্রিটেন বা ‘ম্যাকবেথ’-এ একাদশ শতাব্দীর স্কটল্যান্ড ফুটিয়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা তখন হতো না। তবে লিয়ার যে একজন বড় মাপের রাজা, ম্যাকবেথ এক শক্তিশালী সেনাপতি, তা যথেষ্ট স্পষ্ট করে তোলা হতো। তারক সেনের মঞ্চ বর্ণনাতেই ফুটে উঠত সে যুগের থিয়েটারের ছবি।

তারক সেন আমাদের প্রধানত পড়াতেন ‘ম্যাকবেথ’ আর ভাষাতত্ত্ব। কিন্তু পরীক্ষার আগে অন্য কিছু text-এর উপরও চোখ বুলিয়ে নিতেন, যা পড়াবার মূল দায়িত্ব ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের। ধরা যাক, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের Pre-Raphaelite কাব্য। কিছু কবি যা রচনা করতেন চিত্রশিল্প বা সঙ্গীতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। আমাদের একটি পাঠ্য কবিতা ছিল রসেটির The blessed damozel। তিনি ঐ নাম ও বিষয় নিয়ে একটি বিখ্যাত ছবিও ঝাঁকিয়েছিলেন। ছবি ও কবিতার নায়িকা ছিল দাস্তুর বিয়াক্রিচের আদলে গড়া। স্বর্গ থেকে এই স্বর্গীয় কুমারী তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। অপেক্ষা করছে তার তখনো জীবিত প্রেমিকের জন্য। তবে কি তার মৃত্যু কামনা করছে। তারকবাবু নিখুঁত-ভাবে দেখিয়েছিলেন, কিভাবে কথার মাধ্যমে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন রসেটি। এ যেন সেই ‘কে ঠাকুর? ছবি লেখে’ তাছাড়া কবিতায় যেখানে দেখি :

It was the rampart of God's house
That she was standing on;

By God built over the sheer depth
The which is Space begun;
So high, that looking downward thence
She scarce could see the sun.

তারকবাবু বুঝিয়েছিলেন, কিভাবে কবি স্বর্গকে কল্পনা করেছেন, মহাশূন্যে অবস্থিত এক মধ্যযুগীয় দুর্গরূপে। আর এক pre-Raphaelite কবি, সুইনবার্ণের Garden of Proserpine আমাদের পাঠ্য ছিল। তারকবাবু এই কবিতার ক্লাসিকাল বা প্রাচীন গ্রীক মিথলজির অলৌকিক ও মৃত্যুপূরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন রসেটির মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক স্বর্গের। তাছাড়া অনেকখানি জোর দিয়েছিলেন সুইনবার্ণের সঙ্গীতধর্মী কবিতার উপর। তাঁর দৃষ্টির সাহায্যে আমরা নতুন করে এইসব রচনাকে আবিষ্কার করতাম। দেখতাম নতুন চোখে।

সে সময় literary type আমাদের পাঠ্য ছিল ট্রাজেডি, কমেডি আর লিরিক। এগুলোও ঠিক তারক সেনের পড়াবার বিষয় না হলেও পরীক্ষার আগে তিনি পড়াতেন কিছু কিছু। লিরিকের উদাহরণ হিসেবে তিনি বিশ্লেষণ করে পড়ে গুনিয়েছিলেন Sir Walter Scott-এর একটি কবিতা। Oh Brignal banks are fresh and fair/and Greta woods are green. এবং ‘আউটল’, আর তার প্রেমিকার মধ্যে যে মিলন সঙ্গীত, আসলে তা চির বিচ্ছেদের। ঈষৎ ভাঙাভাঙা, নরম কণ্ঠস্বরে শ-কে একটু স করে বলা তারকবাবুর কণ্ঠস্বর ভোলার নয়। বক্তৃতা দেওয়ার সময় যেন তিনি যা পড়াতেন, তার সাথে একাত্ম হয়ে যেতেন।

সৌভাগ্যবশত সেটা publish বা perish-এর যুগ ছিল না। অনেক প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক তেমন কিছু গবেষণা বা রচনার কাজ করতেন না। তবে তারক সেনের কিছু অমূল্য নিবন্ধ সংকলিত হয়েছিল, কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের আগ্রহে। অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত, তারক সেনের অগ্রজ ও বন্ধু, সংকলনের মনোগ্রাহী ও বিশ্লেষণমূলক ভূমিকা লিখেছিলেন। তারক সেনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও সেখানে মেলে। সংকলিত নিবন্ধগুলির তালিকা এইরকম : Looking Back; The Street Barber : An Essay in Vindication; Charles Lamb : Hundred Years; Keats’ Idea of Beauty; The Essential Wordsworth; What is a Great Novel?—A Symposium Shaw; ‘The Man of the Century’—Bernard Shaw : His life, Work and Friends; ‘Traduttore—Traditore’: A Note on the Translation of Poetry; Translations from Tagore; Honouring and Dishonouring the Memory of Tagore; Western Influence on the poetry of Tagore; Hamlet’s Treatment of Ophelia in the Nunnery Scene; Shakespeare’s Short Lines; A Note on ‘Bharatanatyam’; Synopses of lectures। এছাড়া গ্রীক নন্দন-তত্ত্বেও তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ।

তালিকা থেকেই তারক সেনের বৈচিত্র্য, নানা বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান ও বহুমুখী প্রতিভার আঁচ মেলে। প্রতিটি নিবন্ধ অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিন্দুতে সিদ্ধ দর্শনের সুযোগ পাঠকের আছে। যেমন, অনুবাদ মানেই বিশ্বাসঘাতকতা, মূলের স্বরূপ প্রতিফলিত করা যে প্রায় অসম্ভব, এই আপ্তবাক্য অধ্যাপক সেন মেনে নিয়েছেন। কীটস বা দান্তে থেকে অনুবাদ তার প্রমাণ। কয়েকটি কথা আছে যার মর্মবস্তু ইংরেজি বা ইটালিয়ান ভাষার বাইরে ফুটিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। ভালো ইটালিয়ান না জানলে, ইংরেজির কথা

ছেড়েই দিচ্ছি, এ হেন তীক্ষ্ণবী মন্তব্য করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-অনুবাদকে তিনি কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করার সামিল মনে করেছেন। অথচ রবীন্দ্র কাব্য অনুবাদে তিনি নিজে ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তার দু-একটি প্রমাণ এই সংকলনে মেলে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তারক সেন আহ্বান জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্র সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ, দক্ষ অনুবাদ করা হোক। তাঁরই এক ছাত্র সুকান্ত চৌধুরী এই অভিলাষ অনেকখানি পূরণ করেছেন। কেবল অনুবাদ নয়, রবীন্দ্র সিনেমা-ভিত্তিক সিনেমারও সমালোচক তারক সেন। যাটের দশকের গোড়ার দিকে রূপালি পর্দায় রূপান্তরিত ‘কাবুলিওয়ালা’ ও ‘ক্ষুধিত পাষণ’ তাঁর মনমতো হয় নি, তপন সিংহের বিরল প্রতিভা সত্ত্বেও। ‘কাবুলিওয়ালা’ চলচ্চিত্রটি গল্পের তুলনায় আয়তনে ঢের বড়। আর ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পে অলৌকিকের যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, তা যেন বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারক সেনের সঙ্গে একমত যদি নাও হওয়া যায়, তবু আমরা মেনে নিতে পারি, যে তিনি কেবল সাহিত্য সমালোচক নন, প্রথম শ্রেণীর এক চলচ্চিত্র সমালোচকও বটে।

যদিও তিনি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা গ্রন্থ লেখেন নি, তবু তাঁর নিবন্ধেই অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যবিষয়ক রচনা লাভ করেছে পূর্ণাঙ্গ রূপ। তাঁর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রবন্ধ Man of two Century-তে বার্ণার্ড শ-র দীর্ঘ জীবন, বিচিত্র সৃষ্টি কলা ফুটে উঠেছে। একটি নিবন্ধের মধ্যে এতখানি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ সত্যি আশ্চর্য। কি তিনি ছিলেন না, বা জানতেন না? শেকসপীয়ার, শ, রোমান্টিক কাব্য, ফ্রপদী উপন্যাস, অনুবাদ শিল্প, রবীন্দ্রনাথ—সবই ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন।

কেবল শিক্ষক বা গবেষক নয়, তারক সেন ছিলেন এক উচ্চমানের প্রশাসক ও সংগঠক। প্রেসিডেন্সি কলেজের আর্টস লাইব্রেরি তিনি যেভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন, তারজন্য কলেজের ইংরেজির ছাত্র ও শিক্ষকরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। প্রেসিডেন্সি ছিল অধ্যাপক সেনের প্রাণ। কিন্তু কোনো ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতা তাঁর প্রেসিডেন্সিকে কখনও কলুষিত করেনি। যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে, তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের মতো এতখানি রমরমা হয়নি। প্রেসিডেন্সি বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাক উঁচু অ্যাকাডেমিক মহল নবতর প্রতিষ্ঠানটিকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখতো। কিন্তু তারক সেন আধা সিরিয়াস ঢঙে মন্তব্য করেছিলেন, ‘মাধববাবুর বাজারের চেয়ে যাদববাবুর বাজার বেশি ভালো।’ এখন যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস, একদা তার নাম ছিল মাধববাবুর বাজার।

প্রায় দুই দশক হাটের অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে তারকনাথ সেনের জীবনাবসান ঘটে জানুয়ারি ১৯৭১-এ। তখন তিনি ‘এমেরিটাস’ অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর কীর্তি ও স্মৃতি চিরজীবী, চির উজ্জ্বল।